

রচনা: শ্রীঅমর চট্টোপাধ্যায়

জিজো

(শিশু রংমহলে অভিনীত)

নাট্যরচনা

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

শিশু রংমহল প্রকাশনী বিভাগ
৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা ২৬

মূল্য

বিদেশী উপকথার মধ্যে কত চমৎকার উপাদান রয়েছে যা নিয়ে সুন্দর নাটিকা তৈরী করা যায়। এমনি একটি গল্প জাপানী উপকথা "হ্যাটমেকার"। দিল্লীর জাপানী দূতাবাস আমাকে এ গল্পটি দিয়েছিলেন এবং তাদের অনুমতি নিয়ে যে নৃত্যনাটিকাটি আমি শিশু রংমহলে হাজির করেছি তার নাম "জিজো"। এমন একটি অপূর্ব উপাখ্যান খুব কমই মেলে। শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী ও কানাইলাল দে এর নৃত্যরচনা করেছেন আর সুরস্রষ্ঠা শ্রীরবি রায় চৌধুরী।

"জিজো" শিশু রংমহলের শিশুদের ভালোবাসার দেবতা তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা
১৮ই জানুয়ারী '৫৭

জিজ্ঞো

—শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট কুঁড়ে ঘর পাহাড়ের ধারে। তাতে থাকে এক বুড়ো আর তার দু' ছেলে। বুড়ো আর তার ছেলেরা খড় দিয়ে টুপী তৈরী করে—আর তা বেচে অতি কষ্টে বাপবেটার দিন চলে যায়।

চমৎকার টুপী তৈরী করে বুড়ো, আর তা বিক্রী করতে বড় ছেলে সাত ক্রোশ দূরে সহরে যায়। ছোট ছেলে খড়কুটো জুগিয়ে দেয় বাবাকে আর বড় ভাইকে—তার ছোট কচি হাতে কত কাজই বা করবে?

শীতকাল। বরফ পড়ছে। এ সময় সারা দেশটাতে শীতপার্বণ হয়—তাতে ভোজ হয়—চমৎকার আস্কে পিঠের। বুড়ো আর ছেলেরা এমনি একদিনে খড়ের টুপী তৈরী করছে। এমনি সময় ছোট ছেলে বলে উঠল—

"আচ্ছা বাবা, সবাই তো শীতপার্বণে পিঠে খায়, আমরা খাব না?"

মাথা চুলকে বুড়ো বাপ বললেন—"তাই তো, ভাঁড়ারে তো কিছু নেই। আজকে পিঠে হবে কি করে?"

বড় ছেলে বলল—

"একটুও ভেব না বাবা, এ-ক'টা টুপী তৈরী হয়ে যাক্, আমি বাজারে গিয়ে এগুলি বিক্রী করে যা পাব তাই দিয়ে পিঠে করবার মালমশলা নিয়ে আসব।"

বাপ জানলা দিয়ে একবার আকাশটা দেখে বল্‌লে, "কিন্তু বাজার যে অনেক দূর! আর দেখছ না কি রকম বরফ পড়ছে?"

"তা হোক গে, সে আমি ঠিক যেতে পারব।" তারপর ছোটর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—"আয় রে ছোট, আমরা বেশ ভাল করে টুপী তৈরী করি।"

উৎসাহে নেচে ছোট বললে—

"বেশ হবে দাদা,
শীতপার্বণের পিঠে
লাগবে খেতে মিঠে,
কি মজা।"

বলেই মহা উৎসাহে সবাই মিলে টুপী গড়তে লাগলো। সোনার পাতের মত খড়ের ফিতে ওদের হাতে কলের মত চলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দু' ভাই মহা উৎসাহে গাইছে—

"টুপ্‌পী—
হাতে বোনা
মাথায় গোণা—খড়ের সোনার টুপ্‌পী!
ঐ টুপী পরলে শিরে
ছাতার মত থাকবে ঘিরে,
ছোঁবে না জল
ছোঁবে না রোদ,
দাম শুধু এক রূপ্‌পী—
খড়ের সোনার টুপ্‌পী।
(যখন) সূর্য্যিমামা
ঢালে আগুন,
চেরীর গাছে
লাগে ফাগুন,—
যা চলে যা
যেথায় খুসী
পরে মাথায় টুপ্‌পী,
দাম শুধু এক রূপ্‌পী।
আকাশ মেঘে
থম্‌থমিয়ে
বৃষ্টি আসে
ঝম্‌ঝমিয়ে,
করবি কি আর?
থোড়াই কেয়ার,
মাথায় দিলেম টুপ্‌পী—
দাম শুধু এক রূপ্‌পী।

ঝুর ঝুর ঝুর
বরফ সাদা,
শীত পড়েছে
ভীষণ দাদা!
কাঁপিস নে কো,
মাথায় দে গো
মোদের গড়া টুপ্‌পী;
দাম দিয়ে যা
ভালবেসে
একটি শুধু রূপ্‌পী।
টুপ্‌পী॥"

গান গাইতে গাইতে দু' ভাই টুপী তৈরী করে ফেলল। বুড়োর হাতে দু'টো, বড় ছেলের হাতে দু'টো এবং ছোট ছেলের হাতে একটা।

বড় ভাই বলল—

"ব্যস্‌, চলো, এতেই হবে।"

বাপ বললেন—"হ্যাঁ, খাসা টুপী হয়েছে; এ টুপী রাজপুত্তুরকেও মানাবে। কিন্তু—"

বড় ছেলে মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু নেই বাবা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—যাব আর আসব। তুমি মোটেই ভেব না।"

ছোট নেচে নেচে বললে—"চল দাদা, আমিও যাই।"

"দূর পাগলা, এ কি একটু রাস্তা? আর যা বরফ পড়ছে!"

বাবা চিন্তিতভাবে বললেন—"না বাবা, আজ গিয়ে কাজ নেই—দেখছিস না বরফের ঝড় আসবে?"

"তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ বাবা, মাথায় ত' আমার টুপী আছে—

"আমার গায়ে আছে পশমি জামা,
খড়ের টুপী মাথায়;
আছে ভেড়ার লোমের নরম
জুতো পায়ের পাতায়।

ভয় করি নে কাউকে আমি—
দেবতা আছেন জিজো ॥"

বাবা আর আপত্তি করলেন না। সত্যিই তো, দেবতা জিজো রয়েছেন—ভয়টা কি? ছেলেকে পশমি জুতো পরিয়ে, পশমি জামা গায় চড়িয়ে, টুপীর বোঝা কাঁধে ফেলে রওনা করিয়ে দিলেন। নদী-নালা-পাহাড়-পর্ব্বত সব বরফে সাদায় সাদা। বড় ছেলে চল্‌ল সাত ক্রোশ দূরে সহরতলীতে তার টুপী বিক্রী করতে। চড়াই ওৎরাই পার হয়ে বড় ছেলে এসে গেল শিশুদের রক্ষক দেবতা জিজোর আস্তানায়।

* * *

২

জিজো দেবতার আস্তানা। কি চমৎকার জায়গা সে আর কি বলব। ছ'টো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যে পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে সহরের দিকে তারি ধারে চমৎকার বন, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তারই ঠিক মাঝখানে জিজোর মূর্ত্তি, পাথরের ভিত্তির ওপরে ধবধবে সাদা দেহ। চমৎকার সাদা আলখাল্লার মত পোষাক, গলায় লাল বনাতের গলাবন্ধ, হাতে একটি করে বর্শার মত লাঠি—তাতে তিনটি করে ঘণ্টা ঝুলছে। ছোট ছোট কুৎকুতে চোখ যেন সব সময়েই হাসছে! দেশের সমস্ত শিশুদের রক্ষক এই ছ'টি জিজো দেবতা। বাপ-তাড়ানো, মা-খেদানো, পথ-ভোলানো, ডুবে-যাওয়া, আগুনে-পোড়া বাচ্চাদের জিজোই রক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, তাদের নিয়ে খেলা, গান, নাচ, হুল্লোড় করাও জিজো দেবতার কাজ।

আজকের মিষ্টি সাদা প্রভাতটা জিজো ঠাকুরদের খুব ভাল লাগছে। তাই হঠাৎ তাদের সাদা দেহগুলো নড়ে-চড়ে উঠলো। চোখের পাতা নড়েচড়ে চোখগুলিও হাসতে লাগলো। পাথরের বেদীর ওপরে পা ছ'টো নাড়া দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে পড়লো জিজো দেবতারা সাদা বরফ-ঢাকা মাটিতে। ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠলো লাঠির ডগার ঘণ্টাগুলি। তার পর ছ'ভাই এ-ওর মুখ তাকিয়ে ফিক্‌ফিক্ করে হেসে উঠল। তারপর—

—প্রথম জিজো—

"আকাশটা ভাই চক্‌চকে,
রোদ উঠেছে মিষ্টি কেমন
বরফগুলি ঝক্‌ঝকে।"

—২য় জিজো—

"রাত থেকে সেই দাঁড়িয়ে আছি—
কাঁপছে যে পা ঠকঠকে।"

—সবাই—

"আকাশটা ভাই ঝক্‌ঝকে॥"

—৩য় জিজো—

"ঝন্ ঝনা ঝন্ ঘণ্টা বাজে—
কাঠের জুতো টকাস টক্,
তুষার-গাড়ী নে ভাই জুড়ে
টহল দিবি পাহাড় তক্।"

—৪র্থ জিজো—

"গলায় বাঁধা পশমি রুমাল
উড়বে হাওয়ায় টক্‌টকে।"

—সবাই—

"আকাশটা ভাই ঝক্‌ঝকে॥"

—৫ম জিজো—

"আশেপাশে নেইকো সাড়া—
নেইকো তাড়া।
উঁকিঝুঁকি মারছে কারা—
মারছে কারা?"

—৬ষ্ঠ জিজো—

"খেলবি খেলা এই বেলা আয়—
আসবে সাঁঝে তুষার-ঝড়,

এখন বরফ খট্‌খটে—
মিষ্টি রোদে ঝক্‌মকে।"
—সবাই—
"আকাশটা ভাই ঝক্‌ঝকে।"

জিজোরা হাতের সেই ঘণ্টা-বাঁধা লাঠি ঠুকে তালে তালে নাচছে আর গাইছে। এক একজন জিজো তার নিজের গান গেয়েই ঝন্‌ঝন্ করে বাঁশের ঘণ্টা বাজাতেই এক একদল ছেলে হাজির। কারুর গায়ে লেখা "হারিয়ে গেছি", কেউ বা "পথে পাওয়া", আর একজন "বাপ-খেদানো"; ছোট একটা মেয়ে "মা-হারানো"। এমনি সব বাচ্চারা দল বেঁধে কে কোথা থেকে এসে সরগরম করে দিলো জিজোদের আস্তানা।

এক একদল জিজোদের ঘিরে নাচছে আর গাইছে—

—কুড়িয়ে-পাওয়া—

"ঝর ঝর ঝর শুকনো পাতা
পড়ছে যেথায় দিনে-রাতে
আমরা এলাম সেথায় শুধু
শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিতে।
বাইরে যখন পড়বে তুষার—
হিমেল হাওয়া বইবে,
থাকবো কুঁড়েয় আগুন জ্বেলে
তবেই তো শীত সইবে।
হঠাৎ এলো তুষার-তুফান—
সঙ্গে বাজে হাজার কামান,
পাইন-বনে হারিয়ে কাঁদি
কোথায় জিজো মুস্কিলাসান!
শ্লেজ হাঁকিয়ে পাহাড় ভেঙ্গে
ঝড়ের মতন এলেন নেমে,
কুড়িয়ে আমায় নিলেন সাথে
আর কি আমি মরি শীতে?"

কুড়িয়ে-পাওয়ারা জিজোদের ঘিরে নাচতে লাগল।
সামনে এলো ডুবে-যাওয়ার দল।

—ডুবে-যাওয়া—

"ঘরর ঘরর
করর করর
হাঁকিয়ে স্কেটার ছুটি,
কাচের মত নদীর বুকে
ছোটার মজা লুটি।
চড় চড় চড় চড়াৎ করে
ফাটলো বরফ,
(হায় গো দাদা!)
পড়েই জলে
হলেম বরফ—
জান বুঝি যায় টুটি!
ও জিজো ভাই, কোথায় গেলে ?
ডুবে মলেম বরফ-জলে,
বাঁচাও এসো ছুটি।
আকাশ হলো
আলোয় আলো,
ছুটিয়ে স্কেটার
জিজো এলো,
আংটা কষা
দড়ির সিঁড়ি
অথৈ জলে
নামিয়ে দিলো,
এলেম মোরা উঠি।
কাচের মতো নদীর বুকে ছোটার মজা লুটি॥

—বাপ-তাড়ানো, মা-খেদানো—

তাড়িয়েছে বাপ,
খেদিয়েছে মা ;
সৎমা সে হয়—
নয়তো সে মা।
না দেয় আহার,
শুধুই প্রহার ;
হলেম নাচার পেটের জ্বালায় !
খুঁজ্‌ছি জিজো,
হায় গো মামা !

জিজো দেবতার চারিদিকে ঘিরে ঘিরে নাচছে ছোট বাচ্চারা। ফুর ফুর করে সাদা বরফ ঝুরছে—আর তার সাথে মানিয়ে পোষাক পরা জিজো ঠাকুররাও বাঁশের ওপরকার ঘণ্টা বাজিয়ে তাল দিচ্ছে। গাছের পাতা শুকিয়ে প্রায় সবই ঝরে পড়ে গেছে। ছু'-চারটা পাতার আড়ালে লুকিয়ে শীতের পাখী কিচ্‌মিচ্‌ করে লাফাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে জমে-যাওয়া ঝরণাটার গা দিয়ে ছু'টো-একটা পাথর-কুচি পড়ছে আর যেন তানপুরোতে কে টুং টাং করছে।

জিজো দেবতারা যখন বাচ্চাদের নিয়ে খেলায় মেতে আছে এমনি সময় হঠাৎ শোনা গেল কি চমৎকার গান! চম্‌কে তাকাতেই জিজোরা দেখতে পেল সেই দূর গাঁয়ের চড়াই ওৎরাই ভেঙ্গে একটি ছেলে আসছে তাদেরই দিকে। হাতে তার কতকগুলো টুপী। আর কি চমৎকার স্বরে গাইছে ছেলেটি!—

ও মা, ছেলেটা এসে পড়ল যে! ঝন্ ঝন্ করে তাই জিজো তাঁদের বাঁশের লাঠি বাজিয়ে দিল। ছোট্ট বাচ্চার দল আওয়াজ শুনেই মিলিয়ে গেল। তারপর টলতে টলতে জিজোরা এগিয়ে গেল সেই ছ'টি পাথরের দিকে।

আর একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে জিজোরা লাফিয়ে উঠ্‌লো বেদীর ওপর। তারপরই একেবারে সেই পাথরের মূর্ত্তি।

৩

পলক পড়তে না পড়তেই রাস্তা ধরে ছেলেটি এসে হাজির। গান সে গাইছেই। মনে হচ্ছে যেন সে একলাই পিক্‌নিক্ করতে চলেছে—

জিজো










“আকাশ ভালো
দিনের আলোয়,
নীলে সাদায় মিলেছে ;
ইচ্ছে আমার মনের কোণে
অনেক প্রাসাদ গড়েছে।”

চল্‌তে চল্‌তে ছেলেটি জিজো দেবতাদের একেবারে কাছে এসেই দাঁড়ালো। তার পর হাঁটু গেড়ে নত হয়ে প্রণাম করলো তাঁদের।

বরফের ঝুরঝুরে টুকরো দেবতাদের সারা দেহে পড়ছে। চল্‌তে চল্‌তে থম্‌কে দাঁড়াল ছেলে।

“তাই তো, এই শীতে জিজো মহাত্মাদের মাথায় টুপি নেই—নিশ্চয়ই ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু—” একটু ভেবে—“আচ্ছা, টুপীগুলি ঠাকুরদের দিলেই ত' হয়, না? তা হ'লে ছোট ভাইটির আস্কে পিঠে খাওয়া হয় না। থাক্ গে আজ। বাবাকে বলে নতুন করে টুপী গড়ে দেব ঠাকুর।” এই বলে টুপীর বোঝা নিয়ে ছেলেটি চল্‌লো সেই সহরের দিকে—

“পরীর হাতের সোনার কাঠি
আমার হৃদয় ছুঁয়েছে ;
ইচ্ছে আমার মনের কোণে
সুখের স্বপন গড়েছে।”

পথ চল্‌তে চল্‌তে টুপীর বোঝা নিয়ে যখন সে এসে পৌঁছুল সহরের প্রান্তে, তখন শীতের আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে—তার সঙ্গে কন্‌কনে হাওয়া বইছে। তার বুঝতে বাকী রইল না যে এখনি তুষার-ঝড় আসবে, আর ঝড় এলেই বাজারও বস্‌বে না, টুপীও বিকোবে না।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে বাজারের দিকে এগিয়ে গেল ; কিন্তু তখন তুষার-ঝড় সুরু হয়ে গেছে। সে কী ভীষণ ঝড়, দু' হাতে তার টুপী আঁকড়ে ধরে ছেলেটি বাজারে এসে ঢুকলো ; কিন্তু তখন বাজার ফাঁকা। সে হাঁকতে লাগলো—

“চাই টুপী—
হাতে বোনা খড়ের সোনার টুপী!”

দু'-একজন পথিক বর্ষাতি গায়ে ঝড়ের ঝোঁক সামলাতে সামলাতে বলে গেল—

"পালাও খোকা, পালাও। টুপী বেচা থাক, ঝড়ে জমে বরফ হয়ে যাবে। পালাও।"

কিন্তু পালালে ছোট ভাইটির আস্কে পিঠে খাওয়া হবে না যে! তাই দেবতা জিজোর নাম নিয়ে আরও দু-একবার হাঁকলো—

"চাই টুপী—"

কিন্তু ঝড়ের মত আওয়াজে কে শোনে তার কথা? দেখতে দেখতে সহর-তলির বাজার বরফে সাদা হয়ে গেল—জনমানবহীন যেন এক প্রেতপুরী।

অগত্যা, কোথায় যাবে সেই ছোট্ট বারো বছরের ছেলে? কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জিজোর নাম নিয়ে সেই টুপীর বোঝা নিজের ওভারকোটের তলায় ঢেকে সে চল্‌লো আবার সাত ক্রোশ দূরে নিজের কুঠির দিকে। পথ সে চেনে, কিন্তু আহা, ছোট ভাইয়ের পিঠে খাওয়া হবে না! কি করবে সে? সব লোক যদি ঝড়ের ভয়ে পালায় তবে টুপী কিনবে কে?

চল্‌তে চল্‌তে ফিরতি পথে সে থম্‌কে দাঁড়ালো—জিজো দেবতাদের ছ'টি মূর্ত্তি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বেদীর ওপর। তখন তুষার পড়ে বেদী ঢেকে গেছে। ছেলেটির মনে হলো যেন ঠাকুররা শীতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। চোখ দুটি যেন দুরন্ত ঝড়ে আধবোঁজা হয়ে গেছে। মনে হ'ল যেন ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপছেন জিজোরা।

"তাই তো, টুপী যখন বেচাই হলো না, তখন এই টুপী জিজো ঠাকুরদের মাথায় পরিয়ে দিই না?"

যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

আর আশ্চর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে যেন জিজোদের মুখে কে হাসি মাখিয়ে দিল। একটি একটি করে টুপী পরাতে পরাতে যখন পাঁচজনকে টুপী পরিয়েছে তখন আর টুপী নেই—শুধু তার নিজেরটা ছাড়া।

"কি মুস্কিল, আর যে টুপী নেই!" বলেই ছ'নম্বর ঠাকুরের দিকে তাকাতেই মনে হলো যেন তার মুখটি বেজায় কাঁদ-কাঁদ—সবার মাথায় টুপী, অথচ তার নেই!

"থাক গে, আমারটাই পরিয়ে দি। এঁরা থাকেন বাইরে, আর আমি তো ঘরে গিয়েই আগুনের ধারে বসবো।" এই বলে নিজের মাথার টুপী খুলে তাকে পরিয়ে দিয়ে, বেশ করে গায়ের বরফ ঝেড়েঝুড়ে, তার ছোট্ট লাল রুমালটি নিজের মাথায় জড়িয়ে ছেলেটি তার বাড়ীর দিকে চল্‌লো। ঝড় তখনও চলছে। বেচারির মাথার টুপীটিও নেই যে অবিশ্রাম তুষারপাত আটকাবে। কিন্তু তা হলেই বা কি, তার গানের বিরাম নেই—চলতে চলতে সে তখনও গাইছে—

"দুষ্টু হাওয়া—
হিমেল হাওয়া—
চলছে হাওয়া শন্‌শনে।
কখন গরম,
কখনো নরম,
কখন বা ভাই কন্‌কনে॥"
সুখের যেটা—
নিলেন জিজো,
দুখের যেটা—আমার দাম।
আমার বোঝা
হাল্‌কা হলো—
নিলেম যখন জিজোর নাম॥"

৪

যেই মুহূর্ত্তে সেই কিশোর ছেলেটি পাহাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল জিজো দেবতারা তাদের পাথরের বেদীর ওপরে নড়েচড়ে উঠলেন—সবার মুখই হাসিতে জ্বল জ্বল করছে। মাথা থেকে টুপীটি খুলে বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে আবার মাথায় চড়িয়ে দিয়ে ঝন্ ঝন্ করে বাঁশের লাঠিটি বাজিয়ে তাঁরা বেদী থেকে লাফিয়ে পড়লেন। কুৎকুতে চোখ দুটিতে কি আনন্দই উথলে পড়ছে! কত পূজো, কত নৈবেদ্য, কত উপহার মানুষ দিয়েছে জিজো দেবতাদের, কিন্তু এমন অন্তরের দান কেউ দেয় নি তাদের। আশ্চর্য্য, ছেলেটার কি প্রাণের ভয় নেই? এমনি তুষার-ঝড়ে নিজের মাথার টুপীটি পর্য্যন্ত পাথরের মূর্ত্তির মাথায় পরিয়ে

অবহেলায় ঘরে ফিরে যাচ্ছে সে! ছোট্ট ভাইটিকে আস্কে পিঠে খাওয়াবে সে সংস্থানও নেই ওদের। আহা! ছ' দেবতার পরামর্শ সভা বসে গেল—

১ম জিজো ও : "ছেলেটা ছোট্ট বটে
হৃদয়খানা ছোট্ট নয়।"

৩য় জিজো : "তুষার-ঝড়ে চলছে হেঁটে
নেইকো টুপী—নেইকো ভয়!
হৃদয়খানা ছোট্ট নয়॥"

২য় জিজো ও : "ঝড়ের হাওয়া ঠিক্‌রে যাবে,
তুষার-কণা ছোঁবে না ;"

৪র্থ জিজো : "থাক্‌বে ঘিরে গরম হাওয়া—
হিম হবে না নরম গা।
ছোট্ট ভায়ের আস্কে পিঠে
মিলবে রে আজ,—কালকে নয়।
হৃদয় যে তার ছোট্ট নয়॥"

ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে বাজিয়ে দিলো জিজোরা তাদের বাঁশের লাঠি। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে এল চমৎকার একটি শ্লেজ গাড়ী, তারপর এল অপরূপ একটি ছোট্ট কার্পেট।

আবার বাজলো ঠুন্ ঠুন্ করে বাঁশের লাঠির ঘন্টা। অবাক্ কাণ্ড! কোথা থেকে এলো তিনজন রাঁধুনি! তাদের হাতে তিনটে চীনে মাটির কাজ-করা ঢাকনা-দেওয়া বড় বড় বাটি।

অতি সাবধানে সেই শ্লেজ গাড়ী ঝাড়পোঁছ করে তার ওপরে গালচেটি পেতে তিনটি বাটী রেখে দিল তারা। তারপর হঠাৎ ধোঁয়ার মত কোথায় মিলিয়ে গেল।

হাসিমুখে ছ' ভাই জিজো সেই শ্লেজটির দড়ি ধরে পায়ে শী লাগিয়ে গান গাইতে গাইতে চল্‌লো পাহাড়ী উপত্যকা ধরে—যে দিকে একটু আগে টুপী-বিক্রেতা ছেলেটি গিয়েছে।

"হৃদয়খানা ছোট্ট নয়!
ছেলেটা ছোট্ট বটে,
হৃদয়খানা ছোট্ট নয়।

তুষার-ঝড়ের দোলায় কাঁপে
পাহাড়তলীর ছোট্ট গাঁও,
সাগরদোলায় দুলছে কত
মস্ত জাহাজ, পুঁচ্‌কে নাও।
যে যার ঘরে ঠাঁই নিয়েছে,
এই ছেলেটার নেই রে ভয় ;
ছেলেটা ছোট্ট বটে,
হৃদয়খানা ছোট্ট নয় !"

ছয় জিজো—সাদা পাথরের জিজো—হেলতে দুল্‌তে, দুল্‌তে হেলতে সেই সাদা ধবধবে পাহাড়ী রাস্তা ধরে চল্‌লো—যেন সাদা জাহাজের সাদা মাস্তুল !

৫

রাত্রি হয়েছে বাইরে তুষার-ঝড় চলেছে। ছোট্ট কুঁড়েতে বসে আছে সেই টুপীওলা বুড়ো আর তার ছোট্ট ছেলে। ভীষণ ভাবনা তাদের। এই ঝড়ে বড় ছেলে কি করে বাড়ী ফিরবে ! ছোট ছেলে ভাবছে, কেন আমি আস্কে পিঠে খেতে চেয়েছিলাম ! বাপ ভাবছে, কেন আমি তাকে যেতে দিয়েছি অত দূর। দুজনেই মনে মনে বলছে—"হে জিজো দেবতা, ওকে বাঁচিও।"

ভীষণ দুর্য্যোগ—থামবার কোন চিহ্নই নেই। এমন সময় দরজার ওপরে আঘাত—

"দরজা খোল ছোট্ট, আমি এসেছি।"

বিদ্যুতের মত ছোট্ট ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই হাসিমুখে এসে দাঁড়াল বড় ভাই। মাথায় সেই লাল রঙের রুমালখানা জড়ানো—গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, পায়ে পুরোনো জুতো।

"আয় বাছা, আগুনের ধারে।"—বললেন বাপ। মনে মনে ভাবলেন, টুপীর বোঝা নেই যখন—নিশ্চয়ই বিক্রী হয়েছে সব।

"দাদা, এসো, তোমার ভিজে জামা খুলে দিই।"—বলেই, জামা ধরতেই,—"কি আশ্চর্য্য, দেখ দেখ বাবা, দাদার জামা শুকনো আর কি রকম গরম !"

বাবা হাত দিয়ে দেখলেন, তাই তো, জামা, পোষাক, জুতো—কিছুই ভেজা

নয়। খটখটে শুকনো আর কি রকম গরম! সন্দেহবশে জানালা খুলতেই বাবা দেখলেন, বাইরে তখনো ভীষণ তুষার-বৃষ্টি চলছে। এ কি ভোজবাজী! এমন তুষার-ঝড়ে জামাকাপড় ভেজে নি!

বড় ছেলে বললো, "জান বাবা, এতটা পথ হেঁটে এলাম অথচ একটুও শীত লাগে নি। সব সময় মনে হয়েছে যেন ঘরের গরম সামোভারের পাশেই রয়েছি। এ কথা সে কথার পর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কত-তে বিক্রী করেছ টুপী?"

"টুপী তো বিক্রী হয় নি—তুষার-ঝড়ে বাজার মোটে বসেই নি, সব পালিয়েছে।"

"ও, টুপীগুলি বুঝি ঝড়ে উড়িয়ে নিয়েছে?"—বল্‌লে ছোট ভাই। তার কথায় কোনো অনুযোগ নেই।

"না রে পাগলা, না। উড়তে দিলাম আর কি!"

"তবে?"—প্রশ্ন করলেন বাপ।

মাথা চুলকে বড় ছেলে বললো, "জানো বাবা, পাহাড়ের গায়ে জিজো দেবতাদের মাথায় দেখলাম টুপী নেই। এই রকম ঠাণ্ডা ঝড়ে ওঁরা বাইরে থাকবেন? তাই সব ক'টা টুপী ওঁদের মাথায় পরিয়ে দিয়ে এসেছি। আমারটাও। —ভাল করি নি বাবা?"

ছোট ছেলে বলে উঠলো হাততালি দিয়ে, "কি মজা, জিজো আমার হাতের বোনা টুপী পরেছেন!—ভাবতেও আমার আনন্দ হচ্ছে।"

"কিন্তু ভাই, তোমার আস্কে পিঠে আনা হ'ল না তো!"—বড় বললে দুঃখিত ভাবে।

"তা না হোক গে, আমরা আবার টুপী বুনবো। তাই বেচে আস্কে পিঠে হবে।" বলতে বলতেই সে বসে গেল টুপী বুনতে—

"হাতে বোনা
মাথায় গোনা
খড়ের সোনার টুপ্পী।"

বাপের আনন্দ—ছেলে ফিরে এসেছে। তাকে এনে আগুনের ধারে বসিয়ে আবার তারা বুনতে লাগলো টুপ্‌পী।

"(ওহো) আমরা টুপীর কারিগর।
একটু লাগে সাদা সুতো, একটু শুধু খড় ॥
(মোরা) সাদামাঠা মানুষ,
ওড়াই হেসে যখন তখন
নানান্ রঙের ফানুষ।
(মোরা) যে কাজ যখন ধরি
(ও তা) হেসে হেসেই করি,
(মোদের) কখন জোটে দু'-এক মুঠো,
কখন শূন্যোদর।
মোদের গড়া টুপী
(তাতে) নাই কো কোথাও ফাঁকি,
(তাতে) নাই কো কারচুপি।
একটু আছে আলোর ছোঁয়া—
সাদা মেঘের ধোঁয়া।
হেলাফেলার খড় দিয়ে তাই
আমরা সাজাই ঘর;
(ওহো) আমরা টুপীর কারিগর।"

হঠাৎ তাদের যেন মনে হলো ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘরেও যেন একটা কি রকম মিষ্টি গন্ধ! থমকে টুপী বোনা থামিয়ে বুড়ো আর তার ছেলেরা শুনতে পেলো দরাজ গলায় কি সুন্দর গান! গানটা যেন আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। আশ্চর্য্য হয়ে বুড়ো উঠে দাঁড়ালো ;—ছেলেরাও। দরজা খুলে বাইরে তাকাতেই অবাক্ হয়ে গেল তারা।

সারা পাহাড়ে আর উপত্যকাতে পরিষ্কার আকাশ থেকে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত মন্ত্রবলে কে যেন ধুয়ে-মুছে দিয়েছে। আর ও কি!......

বহুদূরে একটি লাল রঙের খালি স্লেজগাড়ী টেনে নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছেন ছয় দেবতা জিজো। সে কি সুন্দর গান! তাঁদের মাথায় খড়ের টুপী।

বাপ, ছেলে নত হয়ে প্রণাম ক'রে বাইরে তাকাতেই মূক হয়ে গেল। একটি চমৎকার কাঠের চৌকির ওপর রয়েছে তিনটি প্রকাণ্ড বড় চীনেমাটির জামবাটি, আর তার মধ্যে চমৎকার করে তৈরী আস্কে পিঠে। শুধু কি তাই ? সেই গালচের আর একপাশে, তিনটে অবিকল তাদের হাতের বোনার মতই টুপী। কিন্তু তিনটেই পাকা সোনার।

বুড়োর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো। আনন্দে সবাই মূক হয়ে তাকিয়ে রইলো—যে পথে শিশুদেবতা জিজোরা হেলতে দুলতে, গান গাইতে গাইতে চলেছে তাদের আস্তানায়। তাদের মাথায় খড়ের সোনার টুপী। হাতের বাঁশের লাঠি ঝম্‌ঝম্ করে বাজাতে বাজাতে জিজো দেবতারা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের কণ্ঠের গান ফিকে হয়ে শীতের চাঁদনী রাতের আকাশে মিলিয়ে গেল।*

* জাপানী গল্প অবলম্বনে।

সাধু

পাড়াগাঁয়ের বটগাছতলা ; বিকেলবেলা। ছেলেরা কপাটি খেলছে একটু দূরে। এমনি সময় গাছতলায় এসে হাজির এক ফকির, অদ্ভুত পোষাক পরা সাধু। মস্ত বড় ওভারকোট তাতে হাজার তালি, চুলগুলি জটাবাঁধা কিন্তু ঠিক জটা নয়। পায়ে পুরোনো গাম বুট—হাতে একটা জিপসীদের ডাব। চোখ ছুটো উজ্জ্বল—তাতে কখনও হাসি কখনও রাগ। ডাব বাজিয়ে সাধু গাইছে আর নাচছে।

ধুমধড়াক্কা বাজে নাকাড়া, হাতমে ঝোলে ঝুলি,
উসমে বৈঠা গিরিধারী কহতে মিঠা বুলি।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ চিমটা বোলে—ঝুম ঝুম ঝুম ঝুমা,
পায়েল বাজে চাঁদিকা ঘুঙ্ঘুর রুম্‌ঝুম রুম্‌ঝুম ঝুমা।
শীলা বোলে ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন—ছনিয়া বহুত ফাঁকা,
সাচ্চা মেরে গিরিধারী হৃদমে তস্‌বীর আঁকা।
হস্‌তা, রোতা, ম্যায় হুঁ পাগল—গোপাল কা খিলানা
চিম্‌টা বোলে কেয়া ডর সাধু, উসিকা নাম গানা॥

ঘুরে ঘুরে সাধু গাইছে আর হুংকার দিচ্ছে। কপাটি খেলা ছেড়ে ছেলের দল হাজির।

১ম ছেলে—ও সাধু ভাই, একটু বল ঝোলার ভেতর কি ?
২য় „ —ঝোলার ভেতর আছে মেঠাই কিম্বা ব্যাঙাচি ?
৩য় „ —কোথায় পেলে নতুন জামা—সাতশো রঙের পকেট ?
৪র্থ „ —গলায় তোমার ঝুলছে দেখি মহারাণীর লকেট !
৫ম „ —তোমার মাথায় জরীর তাজ,
২য় „ —কে দিয়েছে বল তোমায় এমনি রাজার সাজ ?
৩য় „ —চিম্‌টে তোমার খ্যামটা তালে ববম্ ববম্ কয়,
৪র্থ „ —ও সাধু ভাই, মাথায় তোমার পাখীর বাসা রয়।
৫ম „ —তারা কিচির মিচির ডাকে—
১ম „ —রামপাখীরা দল বেঁধে সব ঝোলার ভেতর মধ্যে থাকে।
সকলে— ও সাধু ভাই, জগৎ তোমার ঝোলার ভেতর কি ?
পঁ্যাজ-রসুনের চাটনি, না ভাই, কেভেণ্টারের ঘি ?

সাধু— দিক্ কোরো না দাদা,
ঝুলির ভিতর আছে
আমার গিরিধারী বাঁধা।
কেউ বা তাকে বুদ্ধ বলে,
খৃষ্ট বলে কেহ,
কেউ বা কহে মোহাম্মদ—
সূক্ষ্ম তাদের দেহ।
চিম্‌টে আমার সাতটি সুরে
আছে যে ভাই বাঁধা—
দিক্ কোরো না দাদা!

ছেলেরা শুন্‌বে কেন? সাধুবাবা গুন্‌গুন্ ক'রে ভজন গাইছে, ছেলেরা মহা হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। কেউ বা চুলের জটা ধরে দেখছে। কেউ বা বক্ দেখাচ্ছে—।

বলছে ছেলেরা—

ছেলেরা (১ম, ২য়)—তোমার মাথার জটা আঠা মাখা—
খোসবু বাহার ছোটে;
" (৩য়, ৪র্থ)—ভন্ ভন্ ভন্ গান গেয়ে তাই
মক্ষি বহোত জোটে।
" (৫ম, ৬ষ্ঠ)—ছক কেটেছে হরেক রকম
গেরুয়া নামাবলী,
বাঁশে বেঁধে নিশান টানাই
জয় রাম জয় বলি।

সকলে—সাধু, কোথায় তোমার দেশ?
কোথায় পেলে জমকালো ঐ—
এমন রাজার বেশ?

ঝন্ ঝন্ ঝন্ চিম্‌টে বাজিয়ে সাধু বললেন—
আমার রাজাই বাঁধা আছেন
ঝুলির ভেতরে
রাজার ভূষণ তাঁরি দেওয়া
ভেতর বাহিরে॥

মনের পোষাক ঝলমল,
দেহের পোষাক না।
চিমটে দিয়ে মনটা ঝাড়ি
ময়লা থাকে না।
ঘর আছে মোর দেশে দেশে
সবার বোঝাই নি
যা, পালা ভাই, দুষ্টু ছেলে ;
আমায় জ্বালাস নি ॥

বললেই হোল!—এমন মিষ্টি সাধুকে কি আর ছাড়ে ছেলেরা, সাতশো পকেটের এক পকেট থেকে একটা বাঁশী উঁকি দিচ্ছিল খপ্ ক'রে তা কেড়ে নিয়ে একটি ছেলে বল্ল—।

ও সাধু ভাই আজকে হলেম
আমরা তোমার চেলা।
মাঝে মাঝে ভেল্কি দেখাও—
দেখাও তোমার খেলা ॥
গাইবে তুমি ববম্ ববম্
আমরা দেবো তালি।
গেরুয়া পরে সাজবো সাধু—
তোমায় দেবো ডালি ॥
দেশ বিদেশে কিসের আশে
তোমার যাওয়া আসা ?
কণ্ঠে তোমার মধু ঝরে—
উথলে ভালবাসা ॥

সাধু বল্লে—ষাট্ ষাট্ ষাট্, দুষ্টু ছেলে,
মায়ের চোখের মণি,
কোন দুখেতে বনবি চেলা
তোল রে সুখের ধ্বনি ॥
বেশ, তবে হোক এই খানেতে
ঠাকুর ঠাকুর খেলা।

তোদের মাঝেই আছেন তিনি
সকাল সন্ধ্যে বেলা ॥

ছেলেরা— বেশ তবে তাই হোক।
ঠাকুর ঠাকুর খেলবো মোরা
ফোটাও মোদের চোখ ॥

১ম— আমি ধরবো বাঁকা বাঁশী,
কৃষ্ণচূড়া পরব মাথে
হাসব বাঁকা হাসি।

২য়— আমি হব সুদাম সখা ;

৩য়— আমি বলরাম।

৪র্থ— আমি হব কংস রাজা ;

৫ম— আমি গো শ্রীদাম।

সকলে— ও সাধু ভাই, শেখাও মোদের
ঠাকুর ঠাকুর খেলা—
আজকে তুমি মোদের গুরু
আমরা তোমার চেলা।
দেশ বিদেশে কিসের আশে
তোমার যাওয়া-আসা ?
কণ্ঠে তোমার ঝরছে মধু
চোক্ষে ভালবাসা।
ও সাধু ভাই, তোমার হাতে
আমরা মাটির ঢেলা—
ঠাকুর ঠাকুর খেলাও মোদের
শেষ হোল যে বেলা ॥

'তথাস্তু' বলে সাধু আনন্দের আতিশয্যে সেই ঝোলার ভেতর থেকে একটি পাথরের নুড়ি বার করে বল্‌লেন, "আমার গিরিধারী রাজা।—আজ ঠাকুর ঠাকুর খেলাই হোক্।" তারপর সেই মন্ত্রপূত শিলা ঠাকুরের নাম করে তাদের দেহে এক এক ক'রে ছুঁইয়ে দিলেন।

সাধু— ছোঁয়া লাগুক তোদের মাথে,
ঠাকুর থাকুক তোদের সাথে।
চল্‌রে গোঠে গিরিধারী,
বলবে সবাই হরি হরি।
কদম ফুলের সুবাস ছুটুক,
সূর্য্য আসুক অরুণ রথে।
ছোঁয়া লাগুক তোদের মাথে॥

ছুঁইয়ে দিতেই ছেলেদের প্রাণে আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। দেখতে দেখতে সেই গাছতলা এক অপূর্ব্ব আলোকে ভরে গেল। সেই আধপাগলা সাধু কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় প্রভাতের রাগিণী! দেখতে দেখতে সেই ছয়টি দুষ্টু ছেলের এক পরিবর্ত্তন! তারা হয়ে গেল কৃষ্ণসখা।

সকলে— মোদের রাখাল রাজা গো,
মোদের খেলার রাজা।
তোমার হাতে বাঁশী—
মুখেতে দুষ্টু হাসি—
তুমি সকল কালের—
সকল দেশের রাজা গো!
মোদের রাখাল রাজা॥
মাথায় তোমার ময়ূর-পালক,
কানে তোমার আগুনমাখা মঞ্জরী
বাঁশীতে সাতটি সুরে
গাইছে যেন, গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জরি
আগুন-মাখা মঞ্জরী॥

মোরা যে কৃষ্ণসখা,—
মোদের ভালে আছে লেখা
নূপুর-ধ্বনি রাখবো এঁকে
বুকের মাঝে
সেই তো মোদের সাজা গো,
মোদের রাখাল রাজা॥

নাচতে নাচতে বাঁশী বাজিয়ে রাখাল রাজা কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ — আয় রে সুদাম, আয়রে সখা,
আয় রে শ্রীদাম, চল্‌বে গোঠে ;
ডাক্‌ছে ধেনু, বাজাই বেণু,
আয় রে ত্বরা আয় রে গোঠে।

রাখালরা— কদম ফুলের সুবাস ছোটে,
আকাশে বয় হাওয়া মিঠে।
বাজে নূপুর—ঝুমুর ঝুমুর,
স্বরগ যে আজ ধরায় লোটে !
আয় রে সবাই চল রে গোঠে,

কৃষ্ণ — আয় রে সুদাম, আয়রে সখা,
আয় রে শ্রীদাম, চল রে গোঠে।
নে রে বাঁশী হাতে হাতে,
কণ্ঠ ছুটুক আকাশপথে।
লাগুক দোলা, আয় রে ভোলা,
শুক্‌নো যে ফুল উঠুক ফুটে,
আয় রে সবাই, চল রে গোঠে ॥

রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সাথে রাখালদের অপরূপ নাচ। রাখালরাজা রাখালদের হাতে হাতে দিয়েছেন বাঁশী—সাতটি বাঁশী বাজছে এক সুরে। পায়ের নূপুর ঝম্ ঝম্ করে বাজছে। এমনি সময় ঢুকলেন কংস রাজা সবাইকে চম্‌কে দিয়ে।

কংস— আমি হলেম কংস রাজা,
কৃষ্ণ, তোমার অরি।

কৃষ্ণ— আমার আছে চক্র—

কংস— হের আমার তরবারি।

কৃষ্ণ— কংস তুমি ধ্বংস হলে
তোমার আপন হাতে।

কংস— তোমার হাতে মরব আশীষ
জেনে নিলেম মাথে ॥

কেউ পেয়েছে মিত্র ভেবে
অনেক দিনের ক্লেশে,
আমি পেলেম হেলায় প্রভু
তোমায় শত্রু-বেশে।

কৃষ্ণ— তুমি রাজা, বিনি দোষে
হানবে আঘাত কেন ?

কংস— মাখন চুরির রাজা তুমি
তাও জানো না যেন !
(আমি) চোরের দেব সাজা,
হও না তুমি বৃন্দাবনের
মস্ত রাখাল রাজা।

কৃষ্ণ— মায়ের মাখন করব চুরি—
তুমি বলার কে ?

কংস— তোমার হাতে মরব রাজা,
সাধ পরাণে যে !
(আমি) কংস রাজা ধ্বংস হলেম
তোমার আপন হাতে।
যুগে যুগে জন্মি যেন
তোমার আশীষ মাথে॥

কংসের প্রস্থান

রাখালেরা কৃষ্ণের চারিদিকে ঘিরে নাচবে—
(আরে) আমার রাজা মারেন যাকে
রাখবে তাকে কে ?
যারে তিনি রাখেন হেসে
মারবে বল কে ?
ব্রজের রাখাল কৃষ্ণসখা
গর্ব্বে ভরে বুক—
নাই বা থাকুক সোনাদানা,
নেইকো তাতে দুখ।

গাণ্ডীব হাতে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

আমার ভাবতে লাগে সুখ—
(আমি) হতেম যদি রাখাল সখা—
আমিই হতেম ধন্য,
তোমার দেওয়া বাঁশী নিতেম
ধনুক নিতো অন্য।
আমিই হতেম ধন্য ॥

রাখালেরা— তোমার রথের চালক
যিনি চালান বিশ্বভূমি,
পার্থ তুমি কৃষ্ণ সখা,
ধন্য ভারতভূমি।
ব্রজের রাখাল আমরা
মাখি কৃষ্ণ পদরেণু,
তিনি হেসে বাজান বাঁশী,
আমরা চরাই ধেনু।
রাশ ধরেছেন মোদের প্রভু,
পার্থসখার জন্য,
হাতে তোমার গাণ্ডীব ধনু
ধন্য তোমায় ধন্য ॥

অর্জ্জুন— চতুর ঠাকুর রাশ ধরেছেন,
আমার হাতে বাণ;
মরেছে যে তাকেই মারি—
তাই তো ঠাকুর চান।
তাঁহার হাতের অস্ত্র আমি
সেই তো আমি জানি,
লক্ষ্য কি তা তিনিই জানেন—
অস্ত্র আমি হানি।
ফিরিয়ে ধনু নিতেম বেণু
কৃষ্ণ-সখার জন্য।
আমি হতেম সখা, ধন্য।

সাধু









কৃষ্ণ— আমি সবার মাঝেই আছি সখা;
আছি সবার মাঝে ;
আমার বাঁশী নানান্ সুরে
সবার মাঝে বাজে।
আমার অংশ কংস রাজা—
পার্থ বিদুর সখা সুদাম,
কৃষ্ণ-অরি নয় তো কেহ
নেয় যে সুখে আমারি নাম।
সুখ-দুখে যে ডাকে মোরে
আমি আছি তাদের মাঝে।

বালক কৃষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে নাচছেন। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রাখাল বালকেরা অর্জ্জুন, কংস প্রণাম করলে সাষ্টাঙ্গে। আবার ধীরে ধীরে পট পরিবর্তন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল সেই বটগাছতলায়। সেই ছ'টি দুষ্টু ছেলে যেন ঘুম ভেঙ্গেই তাকালো চারিদিকে। কোথায় গেল সেই সাধু? কোথাও নেই তো। এই না আমরা খেলেছি ঠাকুর ঠাকুর খেলা?—ঐ তো ছোট্ট ধুনি জ্বলছে—ঠিক যেন মন্দিরের সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ শুনতে পাওয়া গেল যেন নিকট থেকেই পাগলা সাধুর গান—

"ধূম ধাড়াক্কা বাজে নাকাড়া।"

বলল ছেলেরা—

কিসের টানে টানলে মোদের
করলে মোদের যাদু।
কোথায় গেলে—কোথায় গেলে—
কোথায় তুমি সাধু?

—শেষ—

২

সাধু

"ধুম ধরাক্কা"

(৪ মাত্রা ছন্দ)

II মর্স´ ঃধ ক্ষ ম | ম ম মম জ্ঞ | ম ক্ষ দ ক্ষদ | ক্ষ ম ম জ্ঞ
ধুম্ ধ রা ক্কা | বা জে নাক্ ড়া | হাত মে ঝু লে | ঝু লি ০ ০
ম ক্ষ ধ ক্ষ | ম ম — — II
হাত মে ঝু লে | ঝু লি ০ ০
II মণ ণ ণ ণ | ধণ ধণর্স´ র্স´ র্স´ | ণর্ঋ´ ঃর্ঋ´ র্স´ ণ | ণর্স´ র্স´ ণধ ক্ষম II
উস্ মে বৈ ঠা | গি রি ধা রী | কহ তে মি ঠা | বু লি ০ ০
II ণ ণ র্র´ র্জ্ঞ´ | র্ম র্ম র্ম র্জ্ঞ´ | র্ক্ষ´ র্ক্ষ´ র্ক্ষ´ র্মর্জ্ঞ´র্র´ | র্জ্ঞ´ র্ম — — II
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ | চিম্‌: টা বো লে | ঝুম্ ঝুন্ ঝুম্ ঝুম্ | ঝু মা ০ ০
র্জ্ঞ´ র্ক্ষ´ র্ক্ষ´ র্ক্ষ´ | মর্দ্দি র্ক্ষ´ র্ম র্জ্ঞ´ | র্জ্ঞ´র্ম র্ক্ষ´র্ম র্মর্জ্ঞ র্জ্ঞর্র´ | র্র´ র্স´ ণধ ক্ষম
পা য়েল বা জে | চাঁদি কা ঘু ঙ্গুর | রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ | ঝু মা ০ ০
জ্ঞ মক্ষম র জ্ঞ | জ্ঞম ম ম জ্ঞ | জ্ঞম ক্ষ ম জ্ঞর | জ্ঞ ম — —
শী লা বো লে | ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ | ছুনি য়া ব হুত | ফাঁ কা ০ ০
মধ ধ ধ ধ | ধণ ণ ণধ ণ | ণর্ঋ´ র্ঋ´ র্স´ ণর্স´ | ধ ণ ণ ণ
মা চ্চা মে রে | গি রি ধা রী | হৃদ মে তস্ বীর | আঁ কা ০ ০
জ্ঞ মক্ষম র জ্ঞ | জ্ঞম ম ম জ্ঞ | জ্ঞম ক্ষ ম জ্ঞর | জ্ঞ ম — —
শী লা বো লে | ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ | ছুনি য়া ব হুত | ফাঁ কা ০ ০
II ণ ণ র্র´ র্জ্ঞ´ | র্ম র্ম র্ম র্জ্ঞ´ | র্ক্ষ´ র্ক্ষ´ র্ক্ষ´ র্মর্জ্ঞ´র্র´ | র্জ্ঞ´ র্ম — — II
হস্ তা রো তা | ম্যায় হুঁ পা গল | গো পাল কা থি | লা না ০ ০
র্জ্ঞ´ র্ক্ষ´ র্ক্ষ´ র্ক্ষ´ | র্মর্দ র্ক্ষ´ র্ম র্জ্ঞ´ | র্জ্ঞ´র্ম র্ক্ষ´র্ম র্মর্জ্ঞ´ র্জ্ঞ´র্র´ | র্র´ র্স´ ণধ ক্ষম
চিম টা বো লে | কেয়া ডর মা ধু | উসি কা নাম হায় | গা না ০ ০

"দিক্ করো না দাদা"

(৭ মাত্রা ছন্দ)

II ঋ — ম | ম — ম প | দ — র্স´ | ণ — দপ মপ
দিক্ ০ কো | রো ০ না ০ | দা ০ দা | আ ০ মা য়
দ — ণ | ণদ ক্ষ দক্ষ ম | ম ম — | — — — — II
দিক্ ০ কো | রো ০ না ০ | দা দা ০ | ০ ০ ০ ০
II র্স´ র্স´ র্র´ | র্জ্ঞ´ — র্ম — | র্জ্ঞ´র্র´ র্মর্জ্ঞ র্ঋ´ | র্স´ — দ ণ
ঝু লি র | ভি ০ ত র | আ ছে ০ | আ ০ মা র

স´ স´ ঋ´	জ্ঞ´র্ম জ্ঞ´ঋ´জ্ঞ´ ঋ´	স´ স´ —	— — — — II
গি রি ॰	ধা ॰ রী ॰	বাঁ ধা ॰	॰ ॰ ॰ ॰
II ম ণ ণ	ণ — ধ ণ	ধণ স´ স´	স´ — স´ ণ
কে উ বা	তা ॰ কে ॰	বু ॰ দ্ধ	ব ॰ লে ॰
ণ ঋ´ ঋ´	ঋ´ স´ ণ ধ	ণ স´ —	— — — — II
খৃ ॰ ষ্ট	ব ॰ লে ॰	কে হ ॰	॰ ॰ ॰ ॰
স´ — র´	জ্ঞ´ — র্ম —	জ্ঞ´ জ্ঞ´ র্দ	প´ — র্ম জ্ঞ´
কে উ বা	ক ॰ হে	মো হা ॰	ম্ম ॰ দে র
র্ম — র্দ	প´ — র্ম জ্ঞ´	জ্ঞ´ র্ম —	— — — —
সূ ॰ ক্ষ্ম	তা ॰ দে র	দে হ ॰	॰ ॰ ॰ ॰
II স´ — র´	জ্ঞ´ — র্ম —	জ্ঞ´র´ র্মজ্ঞ´ ঋ´	স´ — দ ণ
চি ম্ টে	আ ॰ মা র	সা ত টি	সু ॰ রে ॰
স´ — ঋ´	জ্ঞ´র্ম জ্ঞ´ ঋ´জ্ঞ´ ঋ´	স´ স´ —	— — — II
আ ॰ ছে	যে ॰ ভা ই	বাঁ ধা ॰	॰ ॰ ॰ ॰

"আমার রাজা"

(৩ মাত্রা ছন্দ)

II ম ধ —	ণ র´ —	স´ ধস´ ণধপ	ম জ্ঞ´ —
আ মা র	রা জা ই	বাঁ ধা ॰	আ ছে ন
ম ধ —	পম ধপ ম	ম — —	— — — II
ঝু লি র	ভে ॰ ত	রে ॰ ॰	॰ ॰ ॰
II ণ ণ স´	স´ স´ —	— — —	র´জ্ঞ´র´ স´র´স´ ণ
রা জা র	ভূ ষ ণ	॰ ॰ ॰	॰ ॰ ॰
ণ ণ স´	স´ স´ র´	জ্ঞ´ র্মর্প র্ম	জ্ঞ´ র´স´ ণ
রা জা র	ভূ ষ ণ	তা রি ॰	দে ও য়া
স´ স´ র্ম	জ্ঞ´র´ স´র´ স´	স´ — —	— — — II
ভে ত র	বা ॰ হি	রে ॰ ॰	॰ ॰ ॰
II (ণ ণ দ) { ম ম দ }	প দ প	ম মপ দপ	ম গ —
ম নে র	পো ষা ক	ঝ ল ॰	ম ল ॰
ম ধ —	ধ ধ ণ	পধ ণ —	(ধন স´ঋ´ স´) II
দে হে র	পো ষা ক	না ॰ ॰	॰ ॰ ॰
II ণ স´ স´	স´ ণ —	স´র´ জ্ঞ´ জ্ঞ´	র´ জ্ঞ´ র´
চি ম্ টে	দি য়ে ॰	ম ন টা	ঝা ড়ি ॰
স´ র´ স´	ণ ধ ণ	পধ ণ —	— — — II
ম য় লা	থা কে ॰	না ॰ ॰	॰ ॰ ॰

II ণ স´ স´ | স´ স´ র´ | জ্ঞ´ র্ম — | র্ম র্পর্ম জ্ঞ´
ঘ র আ | ছে মো র | দে শে ০ | দে শে ০
জ্ঞ´ র্ম র্দ | র্দ র্দর্প র্মর্প | র্ম — — | (জ্ঞ´র´ স´ণ —) II
স বা র | বো ঝা ই | নি ০ ০ | ০ ০ ০
II স´ র্ম র্ম | র্ম র্গর্ম র্প | র্ম জ্ঞ´ র´ | স´র´ ণ —
যা ০ পা | লা ভা ই | দু ষ্ টু | ছে লে ০
ণ স´ র্ম | জ্ঞ´ জ্ঞ´র´ স´র´ | স´ — — | স´র´ ণ —
আ মা য় | জ্বা লা স | নি ০ ০ | ০ ০ ০
ণ স´ র্ম | জ্ঞ´ জ্ঞ´র´ স´র´ | স´ * * | * * * II
আ মা য় | জ্বা লা স | নি

"ও সাধু ভাই আজকে হলেম"

(৬ মাত্রা ছন্দ)

(স´)
II স´ ন স´ ণ ধ — | ম গ র গ ম — | স র গ ম প ধ | ণ ধ — — — —
ও ০ সা ধু ভা ই | আ জ কে হ লে ম | আ ম রা তো মা র | চে লা ০ ০ ০ ০
ন স´ — ন স´ — | ম প গ ম র — | স গ গ ম প — | ধ ণ র´ স´ — — II
মা ঝে ০ মা ঝে ০ | ভে ল কি দে খা ও | দে খা ও তো মা র | খে ০ ০ লা ০ ০
II স´ জ্ঞ´ র´ স´ ধ — | ণ স´ — ন স´ — | ধ ণ প ধ ণ স´ | জ্ঞ´ র´ — — — — II
গা ই বে তু মি ০ | ব ব ম্ ব ব ম্ | আ ম রা দে বো ০ | তা লি ০ ০ ০ ০
II র র গ ম প — | গ গ ম প ধ — | ধ প ম প র — | গ ম — — — — II
গে রু য়া প রে ০ | সা জ বো সা ধু ০ | তো মা য় দে ব ০ | ডা লি ০ ০ ০ ০

"ঠাকুর ঠাকুর খেলা"

(৬ মাত্রা ছন্দ)

II প — জ্ঞ´ র´ স´ — | ন স´ — র´ স´ — | ন স´ — ন স´ র´ | স´ ণ — — — —
ও ০ সা ধু ভা ই | শে খা ও মো দে র | ঠা কু র ঠা কু র | খে লা ০ ০ ০ ০
ম — ম প ম প | ধ প ধ ণ ণ — | প — ধ ণ জ্ঞ´ জ্ঞ´ | র স — — — — II
আ জ কে তু মি ০ | মো দে র গু রু ০ | আ ম রা তো মা র | চে লা ০ ০ ০ ০
II স — ধ ধ ধ — | ধ স´ ণ ধ প — | র ম — প পধ স´ণ | ধ প — — — —
দে শ বি দে শে ০ | কি সে র আ শে ০ | তো মা র যা ও য়া | আ সা ০ ০ ০ ০
স´ ন স´ ণ ধ — | ম গ ম জ্ঞ র — | ধ্ — ণ্ সর সর ম | জ্ঞ র — — — — II
ক ন্ ঠে তো মা র | ঝ র ছে ম ধু ০ | চ ০ ক্ষে ভা ল ০ | বা সা ০ ০ ০ ০
II র´ — র´ র´ র´ র´ | র´ র্ম জ্ঞ´ র´ স´ — | ণ — ধ প ধ নস´ | ন স´ — — — —
ও ০ সা ধু ভা ই | তো মা র হা তে ০ | আ ম রা মা টি র | চে লা ০ ০ ০ ০
স´র´ স´র´ — ণধ ণ — | পধ পধ — মগ ম — | র ম ম প ধ স | ণ ধ — — — — II
ঠা কু র ঠা কু র | খে লা ও মো দে র | শে ষ হো ল যে ০ | বে লা ০ ০ ০ ০

(৩ মাত্রা ছন্দ)

ধ র্স র্স | ধ হ্ম ধ | হ্ম ম — | — — —
শে ষ হো | ল যে ০ | বে লা ০ | ০ ০ ০

"ছোঁয়া লাগুক"

(৩ মাত্রা ছন্দ)

II ম — প — স — | ণ — ণধ পধ ম — | ম জ্ঞ জ্ঞ র স র | ম — — — — — II
ছোঁ ০ য়া ০ লা ০ | গু ০ ০ ০ ক্ ০ | তো ০ দে র মা ০ | খে ০ ০ ০ ০ ০

স র র ম ম প | ধ প মপ ধণ — — | র্স র্র র্স র্র ণ — | ধ প ম প র্স —
ঠা ০ কু র থা ০ | কু ০ ০ ক ০ ০ | তো ০ দে র সা ০ | খে ০ ০ ০ ০ ০

প ণ ণ — ণ — | র্স র্র র্সর্র র্মজ্ঞ — — | র্র র্স ণ — ণ — | র্স র্র র্সর্র র্মজ্ঞ — —
চ ল বে ০ গো ০ | ঠে ০ ০ ০ ০ ০ | গি ০ রি ০ ধা ০ | রী ০ ০ ০ ০ ০

র্স্ত্র র্র র্স ণ র্র — | র্স — — — — —
গি ০ রি ০ ধা ০ | রী ০ ০ ০ ০ ০

র্স র্জ্ঞ র্জ্ঞ র্র র্র র্স | ণ — — — — — | ণ ধ ধ প প ম | প ধ ণ — প —
ব ল রে ০ স ০ | বা ই ০ ০ ০ ০ | হ ০ রি ০ হ ০ | রি ০ ০ ০ ০ ০

প ম ম জ্ঞ র জ্ঞ | স — — — — —
হ ০ রি ০ হ ০ | রি ০ ০ ০ ০ ০

র ম র ম ম — | প ধ ম — — — | প ধ ম — প — | র্স — — — — —
ক ০ দ ম ফু ০ | লে ০ র ০ ০ ০ | সু ০ বা স ছু ০ | টু ক্ ০ ০ ০ ০

র্স — র্স র্র ণ — | র্স র্র র্ম র্জ্ঞ — — | র্র র্স ণ র্স ণ — | ধ — — — — —
সূ ০ র্য্য ০ আ ০ | সু ০ ০ ক ০ ০ | অ ০ রু ণ র ০ | থে ০ ০ ০ ০ ০

"মোদের খেলার রাজা গো"

(৬ মাত্রা ছন্দ)

II র ম — প দ — | প — ম — র্স — | ধ ধ — দ দ — | ম — ম — — — II
মো দে র রা খা ল | রা ০ জা ০ গো ০ | মো দে র খে লা র | রা ০ জা ০ ০ ০

II র্স র্ঋ — র্স র্জ্ঞ র্ঋ | র্স — ণ — ণ — | ণ ধ — ম — প | ণ — ণ — — — II
তো মা র হা তে ০ | বাঁ ০ শী ০ মু ০ | খে তে ০ দু ষ্ টু | হাঁ ০ সি ০ ০ ০

ণ র্স ণ দ দ — | প ণ দ প ম — | ম গ — ম প — | ম প দ — — —
স ক ল কা লে র | স ক ল দে শে র | রা জা ০ গো ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০

II র্স র্র র্স ণ ণ — | ধ — ম — প — | ণ — — — — — | র ম — ম ম —
মা থা য় তো মা র | ম ০ য়ূ র পা ০ | ল ক ০ ০ ০ ০ | কা নে ০ তো মা র

প — ধ — ণ — | র্স — র্জ্ঞ র্র ণ — | র্স — — * * * II
আ ০ গু ন মা ০ | খা ০ ম ন্ জ ০ | রী ০ ০

র ম — ম ম — | প ধ -- ণ স — | — র্জ্ঞ — র্র ণ — | র্স × × × × ×
কা নে ০ তো মা র | আ গু ন মা খা ০ | ০ ম ০ ন্ জ ০ | রী

II — ণ — ধ ণ — প — দ ম প — | গ — ম র জ্ঞ — | স — র — ম —
০ বাঁ ০ শী তে ০ | সা ত টি সু রে ০ | গা ই ছে যে ন ০ | গু ন্ গু ন্ গু ন্

প — দ র্স দ — | ম × × × × × II
গু ০ ন্ ০ জ ০ | রী

ম — প — ণ -- | র্স — র্জ্ঞ র্র ণ — | র্স × × × × ×
আ ০ গু ন মা ০ | খা ০ ম ন্ জ ০ | রী

II — র্স — ণ ধ — | ম — প ম গ — | স গ — ম প — | ধ প -- ধ ম — II
০ মো ০ রা যে ০ | কৃ ০ ষ্ণ স খা ০ | মো দে র ভা লে ০ | আ ছে ০ লে খা ০

II ধ ণ — র্স র্র — | র্জ্ঞ — র্র র্জ্ঞ র্স — | র্র — র্ধ — ণ — | র্স — — — — — II
নু পু র ধ্ব নি ০ | রা খ বো এঁ কে ০ | বু ০ কে র মা ০ | ঝে ০ ০ ০ ০ ০

II স — র ম ম — | প র্স — ধ — — | ধ ধ — দ দ — | ম — ম — — — II
সে ই তো মো দে র | সা জা ০ গো ০ ০ | মো দে র রা খা ল | রা ০ জা ০ ০ ০

"আয়রে সুদাম"

(৭ মাত্রা ছন্দ)

II ন — ন | ধ — প — | ম ম গ | প — ম —
আ য় রে | সু ০ দা ম | আ য় রে | স ০ খা ০

র ম ম | রম পণ দ প | মগ প গ | ঋ — স — II
আ য় রে | শ্রী ০ দা ম | চ ল্ রে | গো ০ ঠে ০

II স ম ম | মক্ষ মক্ষ গ — | ম ধ প | পধ র্সণ ধ প II
ডা ক ছে | ধে ০ নু ০ | বা জা ই | বে ০ নু ০

ম ধ ধ | ধ ন ম ধ | ন র্স র্গ | র্ঋ — র্স —
আ য় রে | ত্ব ০ রা ০ | আ য় রে | গো ০ ঠে ০

(৬ মাত্রা ছন্দ)

II স — ম — ণ — | ধ — — — — — | ম — ধণ র্স — ন | র্স — — — — —
ক ০ দ ম ফু ০ | লে র ০ ০ ০ ০ | সু ০ বা স ০ ছো | টে ০ ০ ০ ০ ০

ধ — ণ — র্র — | র্স র্র র্জ্ঞ — র্র — | ন র্স ধ - ণ - | ধ — — — — — II
আ ০ কা ০ শে ০ | র ০ ০ ০ য় ০ | হা ও য়া ০ মি ০ | ঠে ০ ০ ০ ০ ০

II ধ — ধ — ম — | প ধ র্স ণ — — | ধ — প ধ ম — | ম — — — — — II
বা ০ জে ০ নু ০ | পু ০ ০ র ০ ০ | ঝু ০ মু র্ ঝু ০ | মু র্ ০ ০ ০ ০

ধ্ — স — ম — | ধ — ধ ন র্র — | ন — ধ — প — | ম — — — — —
স্ব ০ র গ যে ০ | আ ০ ০ ০ জ ০ | ধ ০ রা য় লো ০ | টে ০ ০ ০ ০ ০

(৭ মাত্রা ছন্দ)

র ম ম | রম পণ দ প | মগ প গ | ঋ — স —
আ য় রে | স ০ বা ই | চ ল্ রে | গো ০ ঠে ০

আয়রে সুদাম আয়রে সখা
আয়রে শ্রীদাম চল্‌রে গোঠে ॥
(পূর্ব্বের মত সুর)

(৬ মাত্রা ছন্দ)

II স — ম — ণ — | ধ — — — — — | ম — ধণ র্স — ন | র্স — — — — —
নে ০ রে ০ বাঁ ০ | শী ০ ০ ০ ০ ০ | হা ০ তে ০ ০ হা | তে ০ ০ ০ ০ ০
ধ — ণ — র্র — | র্স র্র র্জ্ঞ — র্র — | ন র্স ধ — ণ — | ধ — — — — — II
ক ন্ ঠ ০ ছু ০ | টু ০ ০ ০ ক্ ০ | আ কা শ ০ প ০ | থে ০ ০ ০ ০ ০
II ধ — ধ — ম — | প ধ র্স ণ — — | ধ — প ধ ম — | ম — — — — — II
লা ০ গু ক্ দো ০ | লা ০ ০ ০ ০ ০ | আ য় রে ০ ভো ০ | লা
ধ্‌ — স — ম — | ধ — ধ ন র্র — | ন — ধ — প — | ম — — — — —
শু ক্ নো ০ যে ০ | ফু ০ ০ ০ ল ০ | উ ০ ঠু ক্ ফু ০ | টে ০ ০ ০ ০ ০
র — ম — ম — | র ম প ণ দ প | ম গ প গ ঋ — | স — — — — —
আ য় রে ০ স ০ | বা ০ ০ ০ ০ ই | চ ল্ রে ০ গো ০ | ঠে ০ ০ ০ ০ ০

"আমি সবার মাঝেই"

(৪ মাত্রা ছন্দ)

II পণ পণ র্সজ্ঞর্স ণর্র | র্স — — — | র্স ণ — প | জ্ঞ — — স
স বা র মা | ঝেই ০ ০ ০ | আ ছি ০ স | খা ০ ০ ০
ণ্‌ স — গ | ম প ণ প | ম — — — | — — — — II
আ ছি ০ স | বা র ০ মা | ঝে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০
ম মপ ণপ ম | গ — — — | ম ণপ র্সণ র্স | র্র — — —
আ মা র বাঁ | শী ০ ০ ০ | না না ন সু | রে ০ ০ ০
র্স র্সর্র র্জ্ঞ র্র | র্স — র্র র্স | ন — — — | — — — —
স বা র মা | ঝে ০ বা ০ | জে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০
প পর্স ণপ প | ম র ম প | প — — — | — — — —
স বা র মা | ঝে ০ বা ০ | জে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০
ণ্‌ স — গ | ম প ণ প | ম — — — | — — — —
আ ছি ০ স | বা র ০ মা | ঝে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

(৭ মাত্রা ছন্দ)

র্স ণ — | প — ম প | গ ম স | প — প —
আ মা র | অং ০ শ ০ | কং ০ স | রা ০ জা ০

ম — প | ণ — র্স — | র্জ্ঞ র্র ণ | র্স — র্স —
পা ০ র্থ | বি ০ দু র | স ০ খা | সু ০ দা ম

র্স র্ম র্ম | র্জ্ঞ — র্স — | ণ র্জ্ঞ র্স | ণ — প —
কৃ ০ ষ্ণ | অ ০ রি ০ | ন য় তো | কে ০ ই ০

ম ণ প | ম — জ্ঞ স | স স প | প — ম —
নে য় যে | সু ০ খে ০ | আ মা রি | না ০ ম ০

(৪ মাত্রা ছন্দ)

ধ — ধ ধ | ধ — — পধ | ণ — ণ ধ | ণ — — —
সু ০ খে দু | খে ০ ০ যে | ডা ০ কে মো | রে ০ ০ ০ ০

র্স — ণর্স র্রর্স | দ — — — | দণ দণ — প | ম র — —
আ ০ মি আ | ছি ০ ০ ০ | তা দে র মা | ঝে ০ ০ ০

"কিসের টানে"

(৭ মাত্রা ছন্দ)

II ম ধ — | ণর্র র্সর্র ধর্স ণ | ধ — মপ | জ্ঞ — র স
কি সে র | টা ০ নে ০ | টা ন লে | মো ০ দে র

স — ম | ধ — ধ ম | পর্স ণর্স ধণ | ধ — — — II
ক র লে | মো ০ দে র | যা ০ ০ | দু ০ ০ ০

II ধ ণ র্স | র্র — র্সর্র র্মর্জ্ঞ | র্র র্স র্র | ধর্স — ণধ —
কো থা য় | গে ০ লে ০ | কো থা য় | গে ০ লে ০

ধ ণর্র র্স | পধ — ম — | মপ ধণ পধ | র্স — — — II
কো থা য় | তু ০ মি ০ | সা ০ ০ | ধু ০ ০ ০

ণর্স — ধ | র্র — — — | র্সর্র র্স ধ র্সর্র | র্মর্জ্ঞ — — —
সা ০ ০ | ধু ০ ০ ০ | সা ০ ০ | ধু ০ ০ ০

417

সী/92

(৭ মাত্রা ছন্দ)

র্স	ণ	—	|	প	—	ম	প	|	গ	ম	স	|	প	—	প	—
আ	মা	র	|	অং	০	শ	০	|	কং	০	স	|	রা	০	জা	০

(৪

(৭

II

II

"শিশু রংমহলের অনুষ্ঠান এখন জাতীয় অনুষ্ঠানেই পরিণত হয়েছে।" দেশ—

● ● ●

শিশুদের মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের উপযোগী নাটিকা লেখার কাজেও আজ শিশুরংমহল অগ্রণী। এদের বই পড়ার মত, অভিনয় করার মত।

১।	অবন পটুয়া	২৲
২।	সাতভাই চম্পা	॥০
৩।	মুগলির গল্প	৸০
৪।	মিঠুয়া (যন্ত্রস্থ)	৸০
৫।	হাসি খুসীর মেলা	১॥০

স্বরলিপি সমেত এমন বই এদেশে কোথাও মিলবে না। আজই কিনুন—সুরের ঝংকারে স্কুলঘর বাড়ী গম্‌গম্ করে উঠবে।

● ● ●

গুপ্তপ্রেশ ঃ কলিকাতা-৯